"পড়াশুনার প্রতিযোগিতা" না "প্রতিযোগিতা দিয়ে পড়াশুনা"

—সুবীর কুমার সাহা

ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি "পড়াশুনার প্রতিযোগিতা।" নিজেও যে বন্ধু বান্ধবদের সাথে পড়াশুনা নিয়ে প্রতিযোগিতা করিনি, তাও নয়। কিছু দিন আগেও "থ্রি ইডিয়ট্স" সিনেমা দেখতে গিয়ে অধ্যক্ষের মুখে সেই একই কথা শুনলাম। কিন্তু "প্রতিযোগিতা দিয়ে পড়াশুনা?" সেটাতো আগে কখনও শুনিনি। আসলে আই আই টির গবেষক হিসেবে কিছু একটা আলাদাভাবে করে বা ভেবে নিজেকে জাহির না করতে পারলে কেমন দেখায়? আর তার থেকেই জন্ম নিল "প্রতিযোগিতা দিয়ে পড়াশুনার।" আসলে ক্লাসরুমের কালো বোর্ডের উপরে চক্ দিয়ে লেখা বা সম্প্রতি কালের ল্যাপটপ্ দিয়ে LCD প্রজেক্টরের ছবি দেখিয়ে পড়াকালীন ঘুম পাওয়ার ঘটনাটা আক্ছার ঘটে থাকে। বন্ধ ঘরে পড়তে যেন আর ভালো লাগে না। পড়াশুনাটা যদি আনন্দের হত কি ভালই না হত।

বছরটা ২০০৩। রোবকন বলে একটা রোবট বানানোর প্রতিযোগিতাতে যোগ দিতে শুরু করে আই আই টি দিল্লীর পৃথিবী বিখ্যাত ছাত্র ছাত্রীর দল। রোবকনের গল্প ওই বছরের "অভিধা পত্রিকাতে (নবীন বরণ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর) লিখেছিলাম। বর্ত্তমান পাঠক পাঠিকাদের জন্য আই আই টি ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের বানানো ২০১১ রোবকনের একটা রোবটের ছবি নীচে দেখান হল। তখন বুঝতে পারিনি যে এটা লেখাপড়া শেখার একটা আনন্দময় উপাদান হতে পারে। আসলে ২০০৫ বা তারপর থেকে ভাবতাম যে রোবকনের জন্য রোবট বানিয়ে ছাত্রদের কি লাভ হচ্ছে? সত্যি কি ওরা প্রযুক্তি শিখছে নাকি ভারত বর্ষের ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলা "অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন জুগারের" প্রয়োগ করছে। তখনই শুরু করলাম অন্যরকম চিন্তাধারা। আর যাই হোক আই আই টির প্রফেসর বলে কথা!

আমরা যারা আই আই টিতে পড়াই বা পড়ি (অন্যদেরও না জানার কোন কারণ নেই) তারা সকলেই জানেন আমাদের ছাত্রদের চতুর্থ বর্ষে একটা প্রজেক্ট করতে হয়। রোবকনের ছাত্ররা যখন আমার কাছে প্রজেক্ট করতে আসত তাদেরকে বলতাম যে "তোমরা রোবকনের রোবট গুলোর উপর প্রজেক্ট কর।" প্রথম প্রথম ছাত্ররা বেশ অবাক হত। জিজ্ঞেস করত, "রোবট বানানো হয়ে গেছে। তার উপর প্রজেক্ট করা কি সম্ভব?" আমি বেশ গম্ভীর হয়ে প্রফেসরের ভাব দেখিয়ে বলতাম, "কেন নয়?" শুরু হয়ে যেত সেলসম্যানের অনুকরণে ব্যখ্যা। এই রকম প্রজেক্ট করার কি লাভ, দেশের কি ভাবে উন্নতি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় আধ ঘন্টার বক্তৃতার পরেও যখন মনে হত যে ছাত্রদের খুব একটা মনঃপূত হল না তখনি কড়া সুরে বলতাম যে "তাহলে আমি তোমাদের গাইড করতে পারব না।" প্রথম এক-দুই বছর এতে বিশেষ কোন কাজ হয়ে নি। তৃতীয় বছর ২০০৮ শেষ শেষ একটা দল রাজী হল।

একবছরের প্রজেক্ট শেষে তারা একটা সফ্ট ওয়ার বানালো যা দিয়ে নাকি প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা ডিজাইন বিষয়টা না পড়েই রোবটের ডিজাইন করতে পারবে। কি দারুণ, তাই না? সেজন্যই তারা আই আই টির অনেক প্রজেক্ট প্রাইজের মধ্যে একটা পেল। বেশ, কেল্লা ফতে! এবার থেকে প্রফেসর সেলসম্যানের গলা আরও উঁচু হয়ে গেল। "আরে! এরকম প্রজেক্ট করলে

Best Project Award ও পেতে পার।"

আসলে আমার যেটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা হল নিজের হাতে কাজ করে ছাত্ররা যেন ক্লাসরুমের পড়ানোর মধ্যে একটা মিল খুঁজে পায়। অতীতের অনেক ছাত্রদের আই আই টিতে এসে বল্‌তে শুনেছি, "আরে ক্লাসে পড়ানো বিষয়গুলোর কোন দাম নেই। ইন্ড্রাস্টির কোন কাজে আসে না।" ওরা যে কতটা ভুল সেটাও প্রমাণ করার ইচ্ছে অনেকদিন থেকেই মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। রোবট বানানোর এবং তার উপর প্রজেক্ট করার মাধ্যমে যে একটা ইন্ডস্ট্রিয়াল বাতাবরণ তৈরী করা গেছে তাতে অতীতের ছাত্রদের ধারণা গুলো যে ভুল সেটা প্রমান করা গেল।

গতবছর একটা খবরের কাগজে পড়ছিলাম যে আজকাল নাকি প্রায় ৩৫০০ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ১০% চাকরি উপযোগ্য। কি ভয়ংকর! বাকিরা যাবে কোথায়? সমাজের বোঝা বইতো আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে রোবকনের রোবট বানানো বা ওই রকম কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এবং পরে প্রজেক্ট করে পড়াশুনার সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে কি সম্বন্ধ সেটা বেশ ভালভাবেই আয়ত্ব করা যায়। ফলে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের "ইন্ডাষ্ট্রী রেডি" বা চাকরির উপযোগী বলা যেতে পারে।

উপরের ধারনাটা প্রচারের জন্য ২০০৭ থেকে রক-বি বা Robotics Competition Knowledge Based Education in Engineering নামে একটা লেক্‌চার সিরিজ শুরু করলাম। বিভিন্ন কলেজে গিয়ে ছাত্র এবং মাষ্টার দুপক্ষকেই বোঝাই। যাদের কাছে যেতে পারিনা তাদের জন্য "রক-বি" নামে চেতন ভগতের বই-এর আদলে একটা বই লেখা হয়েছে। প্রেম-ভালোবাসা, হস্টেলের ইয়ার্কি - ঠাট্টা - ফাজলামি, ইত্যাদির মধ্যে ছাত্ররা কি ভাবে রোবট ডিজাইন করে বানিয়ে চালায় সেগুলো বইটাতে তুলে ধরা হয়েছে। আর এটার রূপায়ন করেছে অতীতের এক M-Tech ছাত্র।

এখন তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে "প্রতিযোগিতা দিয়ে পড়াশুনা" ব্যপারটা কি।

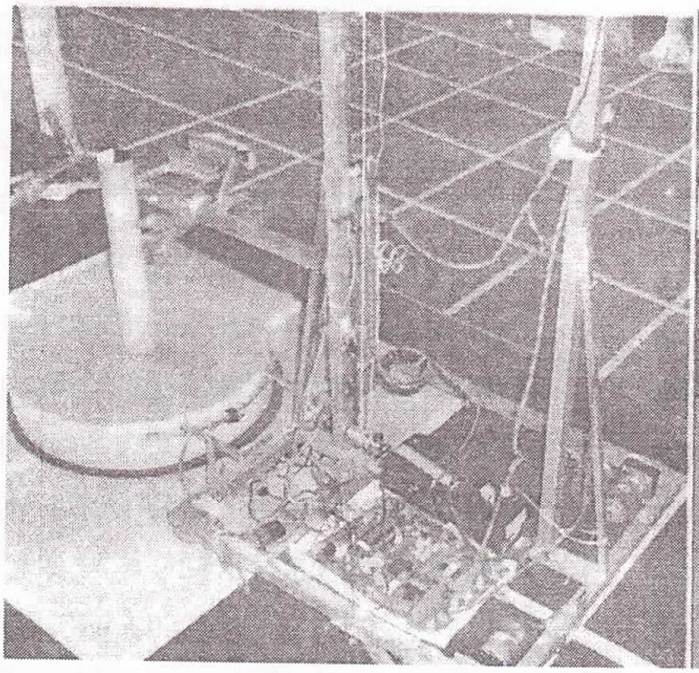

রোবকন ২০১১র একটা রোবট

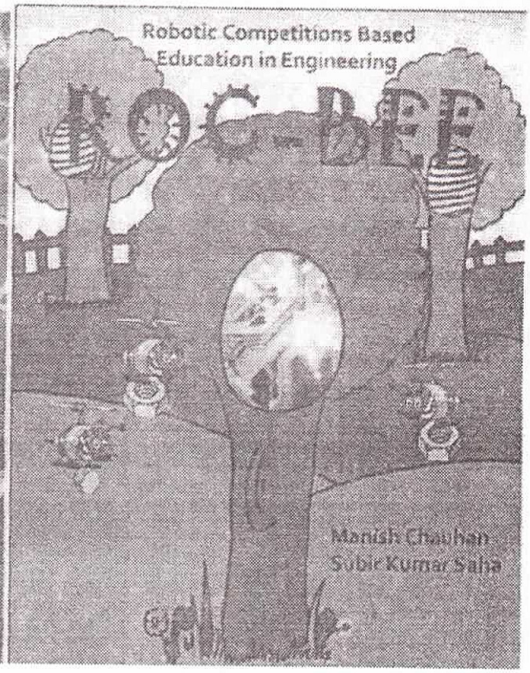

বক-বি বই-এর প্রচ্ছদ